দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 SEP 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম ৮

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী তৎপরতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত তদন্ত কমিটি গতকাল মঙ্গলবার উপাচার্যের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছে। রিপোর্টে র সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উপাচার্য গতকালই তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিনারী কমিটির কাছে পাঠিয়েছেন।

ক্যাম্পাসের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাখাতের ৪টি প্রকল্প এখনো সরকারী অনুমোদন পায়নি

।। রেজোয়ানুল হক রাজা ।।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দু'বছরেরও বেশী সময় পার হয়ে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাখাতের অন্তর্ভুক্ত ৫টি নতুন প্রকল্পের কাজ এখনো শুরু হয়নি। এর মধ্যে একটি বাদে বাকী প্রকল্পগুলো এখনো সরকারী অনুমোদন পায়নি বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫ সালের জুলাই থেকে ১৯৯০ সালের জুন পর্যন্ত) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাখাতে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মোট ১৫টি প্রকল্প এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। যার মধ্যে ৯টি নতুন এবং ৬টি চলতি প্রকল্প।

নতুন প্রকল্পগুলোর মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনঃ উন্নয়ন এবং দেশে দু'টি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এই ৪টি প্রকল্পের জন্য ২৭ কোটি ৮০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে এই

(৭-এর পাতায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

তৎপরতা, শিক্ষকদের সাথে দুর্ব্যবহার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-শৃঙ্খলার পরিপন্থী কার্যকলাপের সাথে জড়িত ছাত্রদের চিহ্নিত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া যায় তা সুপারিশ করার লক্ষ্যে ওই কমিটি গঠিত হয়েছিল।

ওই রিপোর্টকে কেন্দ্র করে গতকাল অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের সভায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে অন্যান্য পদক্ষেপ নিয়ে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান রিপোর্টের সুপারিশ কার্যকরসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণে সহযোগিতা করতে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানান। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অপরাধী ছাত্রদেরকে শুধু বহিষ্কার করার ক্ষমতা রাখে। এ ব্যাপারে সরকারী সহযোগিতা কামনাসহ সামগ্রিক বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ইতিমধ্যে তাঁর কাছে সময় চেয়েছে বলে তিনি জানান।

গতকালের সভায় তদন্ত কমিটির রিপোর্টের বাস্তবায়ন সম্পর্কে ছাত্রনেতৃবৃন্দের মতামত জানতে চাওয়া হয়। বিবদমান ছাত্র সংগঠন দুটোর একটি ছাত্রলীগ (মু-না) সভাপতি মুশতাক হোসেন সহ উপস্থিত অন্যান্য ছাত্রনেতা এ প্রসঙ্গে বলেন, তারা রিপোর্টের আশু বাস্তবায়ন চান। অপর সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি আসাদুজ্জামান রিপন দাবী করেন যে, গত ১৪ ও ১৫ই জুলাইয়ের সন্ত্রাসী ঘটনাবলীর সাথে তার সংগঠনের নেতৃস্থানীয় কেউ জড়িত ছিলেন না।

জাতীয় অভিভাবক সমিতি

জাতীয় অভিভাবক সমিতির বিশেষ সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া এবং ছাত্রদের হাতে যেন অস্ত্র না পৌঁছায় সে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 SEP 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম ৮

সরকারী অনুমোদন পায়নি

(১ম পাতার পর)

প্রকল্পগুলোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পৃথক পৃথকভাবে যে পরিকল্পনা পেশ করেছেন তা এখনো সরকারী অনুমোদন না পাওয়ায় সেগুলোর কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। নতুন প্রকল্পগুলোর আরেকটির (ক্যাটালগ, বিবলিওগ্রাফিক্যাল ও ডকুমেন্টেশন সার্ভিসের উন্নয়ন) কাজও এখনো শুরু হয়নি তবে সেটির স্কীম অনুমোদিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বাকী ৪টি নতুন প্রকল্প চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনঃ উন্নয়ন এবং খুলনা ও সিলেটে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন-এর কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে, তবে সেগুলোর জন্য বরাদ্দ মোট ৪২ কোটি ২৫ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১২ কোটি ৪৯ লাখ ৫৩ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে কম টাকা পেয়েছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বাবদ ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে মাত্র ১৪ লাখ ১৪ হাজার টাকা।

চলতি প্রকল্প

৬টি চলতি প্রকল্পের মধ্যে ৪টির জন্য বরাদ্দকৃত টাকার পুরোটাই দিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে বলে জানা গেছে। বাকী দু'টির কাজ চলছে। এর মধ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাবদ বরাদ্দ ১১ কোটি ৭৫ লাখ ৫৪ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ২৯ লাখ ৮৪ হাজার টাকা এবং ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদগুলোর উন্নয়ন বাবদ বরাদ্দ ৫ কোটি ৫৭ লাখ ৯১ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ৭৯ লাখ টাকা দেয়া হয়েছে।

যেসব প্রকল্প এখনো অনুমোদিত হয়নি সেগুলো তাড়াতাড়ি অনুমোদন করা এবং অসমাপ্ত অন্য প্রকল্পগুলোর জন্য প্রত্যেক বছর প্রয়োজনীয় টাকা দেয়া না হলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেগুলোর কাজ শেষ করা সম্ভব হবে না বলে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা আশংকা প্রকাশ করেছেন। কারণ, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হতে বাকী রয়েছে আর মাত্র ৩৪ মাস।